গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

জুলাই/২০১৭ মাসের মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ মাসিক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ০৯.০৭.২০১৭ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। **উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'**

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি উপ-সচিব (প্রশাসন)-কে সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

৪.১। মন্ত্রণালয়ের জনবলঃ

সভার শুরুতে মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামো সংক্রান্ত আলোচনা হয়। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের শ্রেণী ভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত পদ, কর্মরত পদ ও শূন্য পদের তথ্য উপস্থাপন করা হয় যা নিম্নরূপঃ

শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ
১ম শ্রেণী	৪৩	৩১	১২
২য় শ্রেণী	৩৩	৫	২৮
৩য় শ্রেণী	৩০	৬	২৪
৪র্থ শ্রেণী	২৯	১৩	১৬
মোট =	১৩৫	৫৫	৮০

সভাপতি মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান। যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ৩য় শ্রেণীর ১৮টি শূন্য পদে এবং ৪র্থ শ্রেণীর ১৫টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৩য় শ্রেণীর ১৮টি শূন্য পদের মধ্যে সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-এর ০২টি পদে, কম্পিউটার অপারেটর-এর ০৮টি পদে ও অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-এর ০৮টি পদে জনবল নিয়োগ করা হবে। ৪র্থ শ্রেণীর অফিস সহায়ক-এর ১৪টি পদে এবং ক্যাশ সরকার-এর ০১টি পদে জনবল নিয়োগ করা হবে।

সভাপতি বলেন যে, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর শূন্য পদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি ১ম শ্রেণীর শূন্যপদগুলোও পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

১। মন্ত্রণালয়ের জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২। ১ম শ্রেণীর শূন্য পদ পূরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪.২। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণঃ

সভায় আলোচনা হয় যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বছরে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপভাবে সভায় উপস্থাপন করা হয়ঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	তারিখ	ঘন্টা
০১.	ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ	১৫ নভেম্বর, ২০১৬	০৮
০২.	ইউনিকোড ও কম্পিউটার ব্যবহারের মৌলিক বিষয় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৮-২৯ মার্চ, ২০১৭	১৬
০৩.	"সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪" এর উপর প্রশিক্ষণ	৩০ এপ্রিল, ২০১৭	০৮
০৪.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	০৭ মে, ২০১৭	০৮
০৫.	সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২১-২৩ মে, ২০১৭	২৪
০৬.	মন্ত্রণালয়ের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	১৪-১৫ জুন, ২০১৭	১০
০৭.	মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	১৮-১৯ জুন, ২০১৭	১০
		মোট ঘন্টা=	৮৪

সভাপতি বলেন, প্রশিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিক হওয়া প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে Need-based প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ কোষ সমগ্র বছরের জন্য একটি প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার তৈরি করতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, অর্থবছরের শুরুতেই প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং এ খাতের টাকা ফেরত না যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

১। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে Need-based প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

২। মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ কোষ সমগ্র বছরের জন্য একটি সম্ভাব্য প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার তৈরি করবে।

৩। প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে অর্থবছরের শুরুতেই প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৩। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিঃ

সভায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। গত ০৬ জুলাই, ২০১৭ তারিখ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/বিভাগ/অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা-কে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ সকলের জানা প্রয়োজন। এ কারণে তিনি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উপর একটি বিশেষ সভা আহ্বানের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/বিভাগ/অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা-কে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উপর একটি বিশেষ সভা আহ্বান করতে হবে।

৪.৪। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নঃ

সভায় জানানো হয় যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বিপুল কর্মকান্ডে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নিয়মিতভাবে সভা আয়োজন করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়ের গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-১০ ভুক্ত কর্মচারীদের মধ্য থেকে একজন এবং গ্রেড-১১ থেকে গ্রেড-২০ ভুক্ত কর্মচারীদের মধ্য থেকে একজন-কে পুরষ্কার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া দপ্তর প্রধানদের মধ্য থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক-কে পুরষ্কার প্রদান করা হয়েছে।

সভাপতি বলেন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজনসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চায় সচেষ্ট হতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে যেসকল জায়গায় অনেক লোকের সমাগম হয় (যেমন- কমলাপুর রেল স্টেশন) সেকল জায়গায় গণশুনানীর আয়োজন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

১। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

৩। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গণ শুনানীর আয়োজন করতে হবে।

৪.৫। বিভাগীয় মামলাঃ

সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের তদন্তাধীন বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলমান আছে। পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৫০। চলতি মাসে কোন বিভাগীয় মামলা দায়ের হয়নি। চলতি মাসে কোন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। ৬ মাসের উর্ধ্বে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪৫। ৩ মাসের উর্ধ্বে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৫। সভাপতি বলেন যে, সভায় ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য বিভাগীয় মামলাসমূহের বিস্তারিত তথ্য অর্থাৎ মামলা শুরুর তারিখ, মামলার নম্বর, অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম, মামলার বর্তমান অবস্থা/পর্যায় ইত্যাদিসহ উপস্থাপন করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন যে, বিভাগীয় মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

১। বিভাগীয় মামলাসমূহের মামলা শুরুর তারিখ, মামলার নম্বর, অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম, গৃহীত ব্যবস্থা, মামলার বর্তমান অবস্থা/পর্যায় ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্যসহ আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

২। বিভাগীয় মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৬। ই-ফাইলিংঃ

সভায় জানানো হয় যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে কর্মকর্তাদের আইডি প্রস্তুত করা হয়েছে। সভাপতি ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তির সংখ্যা বাড়ানোর উপর জোর দেন। এ বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

১। ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪.৭। পরিদর্শনঃ

সভায় শাখা পরিদর্শন এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কাজের অগ্রগতি ও অফিসসমূহ পরিদর্শনের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন, পরিদর্শন একটি নিয়মিত কার্যক্রম। কর্মকর্তাগণ প্রতি মাসে কমপক্ষে ০১টি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন। পরিদর্শন শেষে কর্মকর্তাগণ তাদের সুপারিশ/মতামতসহ পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন যা পরবর্তীতে উপস্থাপন করে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

০১। কর্মকর্তাগণ মাসে কমপক্ষে ০১টি অফিস অথবা উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন শেষে ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৪.৮। অনিষ্পন্ন বিষয়ঃ

শাখার নাম	গত মাসের জের	আলোচ্য মাসে প্রাপ্তি	আলোচ্য মাসে নিষ্পত্তি	এক সপ্তাহের অধিক অথচ দুই সপ্তাহের বেশি নহে	দুই সপ্তাহের অধিক অথচ এক মাসের বেশি নহে	এক মাসের অধিক	মোট
প্রশাসন-১	২৮	৮৯	৭৮	০৫	০৬	২৮	৩৯
প্রশাসন-২	২	২৩	২৪	-	০১	-	০১
প্রশাসন-৩	২	০৯	০২	০৪	০৩	০৭	১৪
প্রশাসন-৪	৪	২৮	২০	০৪	০২	০২	০৮
ভূমি শাখা	২	০১	-	০১	০২	-	০৩
অডিট শাখা	২০	৬১	৬৮	০৮	০৫	-	১৩
আইন১/২/৩	১৫	১৩	০২	-	০৩	০৫	০৮
বাজেট-১	৩	০৮	১১	-	-	-	-
উন্নয়ন-১	-	৪০	৪০	-	-	-	-
উন্নয়ন-২	-	৬৫	৬৫	-	-	-	-

সভাপতি বলেন যে, অনিষ্পন্ন তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয়ের সংস্থার নিকট ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ও সংস্থার নিকট যে সকল বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে সে সকল বিষয়ের একটি তালিকা তৈরি করা হলে অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠবে। তিনি আরও বলেন যে, শাখাসমূহে এক মাসের উর্ধ্বে সে সকল বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে সেগুলোর একটি পৃথক তালিকা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

১। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সংস্থাসমূহের নিকট ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিকট যে সকল বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে, সে সকল বিষয়ে পৃথক তালিকা তৈরী করতে হবে।

২। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখায় পেন্ডিং এক মাস ও তদ্ধোর্ধ সময়ের অনিষ্পন্ন বিষয়ের পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

৪.৯ বিবিধঃ

(ক) সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে, নতুন অর্থ বছর শুরু হয়েছে বিধায় এ মাসের মধ্যেই বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) জানান যে, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে আইটেম ওয়ারী সকল কর্মকর্তাদের নিকট সম্পূর্ণ অর্থ বছরের চাহিদা প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। চাহিদা প্রাপ্তির পর জুলাই মাসের মধ্যেই খসড়া বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। সভাপতি বলেন যে, সকল ধরনের সরকারী ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে করার বিষয়ে সরকারী নির্দেশনা রয়েছে। তাছাড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক ৬০% ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপির মাধ্যমে করার আবশ্যিকতা রয়েছে। এ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

১। জুলাই মাসের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

২। ই-জিপির মাধ্যমে সরকারি ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

(খ) সভায় চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয় যে, অনলাইনে ইতোমধ্যে বিভিন্ন খাত-উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এখন হতেই যার যার সংশ্লিষ্ট খাত হতে খরচ শুরু করতে হবে যাতে অর্থবছরের শেষে খাতসমূহে অব্যয়িত অর্থ না থাকে কিংবা অর্থ ফেরত না যায়। সভাপতি বলেন যে, বাজেটের বিভিন্ন খাত/উপখাতে কি পরিমাণ বরাদ্দ থাকে এবং কোন কর্মকর্তা কোন্ খাত হতে কত টাকা ব্যয় করবেন, সে সম্পর্কে অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই। বাজেটের খাত-উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য খাত-উপখাত ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সভাপতি অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

১। আগামী সভায় খাত-উপখাত ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ প্রদর্শন করতে হবে।

৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫/৭/১৭

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব